দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

# দীর্ঘদিনেও বরিশালের লিচুশাহ মাদ্রাসায় আলিম ক্লাস শুরু হয়নি

॥ বরিশাল অফিস ॥

কর্তৃপক্ষের গাফেলতির কারণে নগরীর লিচুশাহ অবৈতনিক মাদ্রাসায় আলিম ক্লাস দীর্ঘদিনেও শুরু করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নগরীর প্রাণকেন্দ্র গীর্জামহল্লায় স্থাপিত ঐ মাদ্রাসায় ১৯৯২ সালে প্রথম শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ভাল হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। এমনকি ১৯৯৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাদ্রাসায় আলিম ক্লাস খোলার অনুমতি দিলেও কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বহুতলবিশিষ্ট মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত ক্লাস রুম থাকা সত্ত্বেও আলিম ক্লাস খোলা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

মাদ্রাসার এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করা শর্তে জানান, দীর্ঘদিন ধরে এখানকার তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান গোলাম মাওলা সভাপতি ও বাকেরগঞ্জ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুব আলম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। মাদ্রাসায় তিন বছর পরপর কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও দীর্ঘ ১৮ বছরেও কমিটি গঠন করা হয়নি। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কমিটি গঠন করা হচ্ছে না বলে একধিক সূত্র দাবি করেন। এদিকে মাদ্রাসার তিনশ শিক্ষার্থীর বেতন ও ঐ ভবনের নীচতলা স্টল বরাদ্দসহ বিভিন্ন ভাড়া বাবাদ যে আয় তা বিভিন্ন বিল-ভাউচারের মাধ্যমে খরচ দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর্থিক অনিয়ম ঠেকাতে ইতিপূর্বে একটি বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে মাদ্রাসার ২০ বছরের হিসাবের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসার নামে নিজস্ব ফান্ড থাকা সত্ত্বেও ঐ শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া বাবদ শিক্ষকদের পার্টটাইম বেতন দেয়া হচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মাদ্রাসাটি এমভিওভুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে শিক্ষকদের অভিযোগ।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জানান, মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় আলিম ক্লাস চালু করা হয়নি। আর্থিক অনিয়মের ঘটনাটি তিনি অস্বীকার করে জানান, প্রতিমাসেই হিসাব-নিকাশ অডিট করা হয়।

*বরিশাল : বহুতল বিশিষ্ট লিচুশাহ অবৈতনিক মাদ্রাসা*